যায়যায়দিন

তারিখ 13 SEP 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

এইচএসসিতে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে ৮ বছরে পাসের হার বেড়েছে চার গুণ

বরিশাল অফিস

প্রতিষ্ঠার পর থেকে বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। গত ৮ বছরে এইচএসসিতে পাসের হার বেড়েছে চার গুণ। এসএসসিতে বেড়েছে দ্বিগুণ। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ পরিবর্তনের জন্য গোটা সামাজিক পরিস্থিতির ইতিবাচক ধারাকেই চিহ্নিত করেছে। এছাড়া বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থাও এ সাফল্যের অন্যমত কারণ বলে সংশ্লিষ্টরা উল্লেখ করেছেন।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৮ সালে। নতুন এ বোর্ডের অধীনে ২০০১ সালে প্রথম পাবলিক পরীক্ষা নেয়া হয়। সে বছর এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪৯ হাজার ৮৬০। উত্তীর্ণ হয়েছিল ১৭ হাজার ৩৫২ জন। পাসের গড় হার ছিল শতকরা ৩৪ দশমিক ৮০ শতাংশ। একইভাবে এইচএসসি পরীক্ষায় একই বছর অংশ নিয়েছিল ৩৪ হাজার ২০ শিক্ষার্থী। উত্তীর্ণ হয়েছিল ৬ হাজার ৪৪১। পাসের গড় হার ছিল শতকরা ১৮ দশমিক ৮৫ শতাংশ। এরপর থেকে ২-১ বছর বাদে প্রতি বছরই এ দুটি পরীক্ষায় পাসের হার ক্রমেই বাড়তে থাকে।

বোর্ডের প্রথম এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ১৮ দশমিক ৮৫। এর পরের বছর ২০০২ সালের এইচএসসিতে পাসের হার ছিল ২২ দশমিক ৫৮। সে বছর পরীক্ষায় অংশ নেয় ৩৭ হাজার ৫০৬ এবং পাস করেছিল ৮ হাজার ৪৭০ জন। ২০০৩ সালের এইচএসসিতে পরীক্ষার্থী ছিল ২৫ হাজার ৯৩২। পাস করেছিল ৫ হাজার ১৭২ জন। গড় হার ছিল ২৮ দশমিক ০৮ শতাংশ। ২০০৪ সালের পরীক্ষায় ৩০ হাজার ৩২৪ শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাস করে ১১ হাজার ৪৪ জন। পাসের গড় হার ছিল ৩৬ দশমিক ৪২ শতাংশ। ২০০৫ সালে ২৭ হাজার ৩৪৩ শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাস করে ১৭ হাজার ৮৫ জন। পাসের গড় হার ছিল ৬২ দশমিক ৪৮ শতাংশ। ২০০৬ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ২৩ হাজার ৬৮৯ জন, পাস করে ১৩ হাজার ১৭৮ জন। পাসের হার ৫৫ দশমিক ৬৩ শতাংশ। সর্বশেষ সদ্য ঘোষিত এইচএসসির ফল অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশ নেয় ৩১ হাজার ৭৯৬ জন, পাস করে ২০ হাজার ৭৫৮ জন। পাসের হার ৬৫ দশমিক ২৮ শতাংশ। এইচএসসি পরীক্ষার গত ৮ বছরের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শিক্ষার উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও গড় পাসের হার বেড়েছে প্রায় চার গুণ।

বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী ২০০২ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় ৬২ হাজার ৩৮৯। উত্তীর্ণ হয় ২২ হাজার ৭০৫। গড় পাসের হার ছিল শতকরা ৩৬ দশমিক ৩৯ শতাংশ। ২০০৩ সালের এসএসসিতে অংশ নিয়েছিল সর্বোচ্চ সংখ্যক ৬৩ হাজার ৪১৫ জন। পাস করে ২০ হাজার ৭৯৭ পরীক্ষার্থী। পাসের গড় হার ছিল ৩২ দশমিক ৮০। ২০০৪ সালের এসএসসিতে অংশ নেয় ৫১ হাজার ৪৪৬ জন। পাস করে ২৪ হাজার ৪৬৮ জন। পাসের গড় হার ছিল ৪৭ দশমিক ৫৬ শতাংশ। ২০০৫ সালে এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫২ হাজার ৩১৬ জন। উত্তীর্ণ হয় ২২ হাজার ৭০৮ জন। পাসের হার ছিল ৪৩ দশমিক ৪১ শতাংশ। ২০০৬ সালে এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল ৫৬ হাজার ৩৩৯ জন। পাস করে ৩৩ হাজার ৪১০ জন। পাসের গড় হার ৫৯ দশমিক ৩০ শতাংশ। ২০০৭ সালের এসএসসিতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৫১ হাজার ১৫৮ জন। উত্তীর্ণ হয়েছিল ২৫ হাজার ৯২০ পরীক্ষার্থী। পাসের গড় হার ছিল ৫০ দশমিক ৬৭ শতাংশ। সর্বশেষ ২০০৮ সালের এসএসসিতে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী ছিল ৪৮ হাজার ৬৫৪। পাস করে ৩৩ হাজার ৪৫৮ শিক্ষার্থী। পাসের গড় হার শতকরা ৬৮ দশমিক ৭৭, যা ২০০১ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে ধারাবাহিকভাবে পাসের গড় হার বৃদ্ধির সাফল্যকে সব মহলের উদ্যোগের ফল বলে অভিহিত করা হচ্ছে। বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ মুহম্মদ আলমগীর বলেন, এ জন্য প্রথম কৃতিত্ব শিক্ষার্থীদের। কারণ তারা শিক্ষাকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়ার মানসিকতা অর্জন করেছে। অন্যদিকে অভিভাবকরাও তাদের সন্তানদের যত্ন নিচ্ছেন। ক্লাসে পাঠদান ও পরীক্ষায় খাতা মূল্যায়নের দিকেও পরীক্ষকরা ধীরে ধীরে অধিকতর দায়িত্বশীল হচ্ছেন। এছাড়া সার্বিক শিক্ষার উন্নতির জন্য বরিশাল শিক্ষা বোর্ড বিশেষ কর্মসূচি পালন করছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষায় অনগ্রসর এলাকা চিহ্নিত করে সেখানকার অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে বিশেষ উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।